তারিখ ... 19 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ

স্বজনপ্রীতি দুর্নীতি পিছু ছাড়ছে না

মুসতাক আহমদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ নিয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পিছু ছাড়ছে না। এরই মধ্যে কলেজ জাতীয়করণ নিয়ে এন্তার অভিযোগে জর্জরিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি দলের বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যও লিখিতভাবে তাদের অভিযোগ ও ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। এমনকি দুর্নীতির প্রভাবে কোথাও কোথাও প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত কলেজ জাতীয়করণ হয়নি। রাজনৈতিক তদবির আর দলাদলির ফাঁদে পড়ে অনেক ঐতিহ্যবাহী কলেজও সরকারিকরণ থেকে ছিটকে পড়েছে।

- এবার স্কুল জাতীয়করণ নিয়ে নতুন ফাঁদ
- মডেলসহ পাঁচটি স্কুলের নাম চাওয়া হচ্ছে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ নিয়ে এই যখন অবস্থা তখন এবার স্কুল জাতীয়করণ নিয়ে 'মুখ চিনে খাদিম' করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারের এমন ভালো উদ্যোগে দুর্নীতিবাজরা প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পাচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে স্কুল জাতীয়করণ নিয়ে প্রথম ধাপে ৭৯টি মডেল স্কুলকে বেছে নেয়া হলে সবাই এই পদ্ধতিকে স্বাগত জানায়। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে মডেল বাদ দিয়ে আরও পছন্দের স্কুল তালাশ করা হচ্ছে। এর মানেই হল প্রকারান্তরে এলাকার প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও দুর্নীতিবাজদের 'পকেট স্কুল'কে সরকারিকরণ করতে হবে। আর বাস্তবে তাই হলে বাদ পড়বে ভালো মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

এদিকে এরই মধ্যে এ বিষয়ে ১৯৫টি উপজেলা থেকে নতুন করে স্কুলের তালিকা চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে অনুযায়ী প্রত্যেক উপজেলা থেকে ৫টি করে বেসরকারি স্কুলের নাম পাঠাতে হবে। সূত্র বলছে, দু-একদিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত চিঠি জেলা শিক্ষা অফিসগুলোতে পৌঁছে যাবে।

এ প্রসঙ্গে স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণ সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ যুগান্তরকে বলেন, সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে জাতীয়করণ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এজন্য নির্বাচিত কলেজকে নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে নম্বর দিয়ে গ্রেডিং করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

স্বজনপ্রীতি দুর্নীতি পিছু ছাড়ছে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপজেলায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া কলেজকে এক নম্বরে এবং তার চেয়ে কম পাওয়া কলেজকে দুই নম্বরে রাখা হয়েছে। এভাবে একটি উপজেলার সর্বোচ্চ ৪-৫টি কলেজকে তালিকাভুক্ত করা হয়। কলেজ জাতীয়করণের লক্ষ্যে গত জুন ও আগস্টে দুটি তালিকা প্রকাশিত হয়। এরপর বিভিন্ন উপজেলায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী বিক্ষোভসহ নানা কর্মসূচি পালন করেন। ওইসব কর্মসূচি থেকে কলেজ জাতীয়করণে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে। সংশ্লিষ্টদের আরও অভিযোগ, মন্ত্রণালয় মানদণ্ডের কথা বললেও জাতীয়করণের ক্ষেত্রে তা সেভাবে অনুসৃত হয়নি। শিক্ষক, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, কলেজের ফলাফলের পরিসংখ্যান বিবেচনায় না নিয়ে ঐতিহ্যবাহী কলেজ বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত নতুন ও বিতর্কিত অনেক কলেজকে জাতীয়করণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের দুটি দফতরের বিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মকর্তার যোগসাজশ আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সংসদ সদস্যরাও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন। সংশ্লিষ্টদের দাবি, এক্ষেত্রে হয় মন্ত্রণালয়েই তালিকা প্রণয়নে অনিয়ম হয়েছে, নতুবা সরকারের শীর্ষপর্যায়কে স্বার্থান্বেষী মহল ভুল বুঝিয়েছে। যে কারণে কিছু এলাকায় সেরা কলেজ জাতীয়করণ হয়নি বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে এমন অভিযোগ ওঠার পর মন্ত্রণালয়ের নীতি-নির্ধারকরাও বিব্রত বলে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা জাতীয়করণের লক্ষ্যে সব কলেজের তালিকা একসঙ্গে পাঠিয়েছি। এখন মন্ত্রী-এমপিদের অনেকেই তদবির করে বিশেষ স্থান থেকে নিজের পছন্দের কলেজ জাতীয়করণের সম্মতি নিয়ে আসছেন।'

অভিযোগ পাওয়া গেছে, কলেজ জাতীয়করণের প্রথম তালিকায় শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও কুড়িগ্রামের রাজারহাট মহিলা ডিগ্রি কলেজ এবং দিনাজপুরের কাহারোলের জয়নন্দ ডিগ্রি কলেজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ নিয়ে শুরুতেই প্রতিবাদ ওঠে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নজরে নেয়া হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী গত ১৭ ও ১৮ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় পৃথক দুটি আদেশ জারি করে। তাতে রাজারহাট মহিলা ডিগ্রি কলেজ বাদ দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় রাজারহাটেরই মীর ইসমাইল হোসেন ডিগ্রি কলেজ। দিনাজপুরের কাহারোলের জয়নন্দ ডিগ্রি কলেজকে বাদ দেয়া হয়। এর পরিবর্তে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কাহারোল ডিগ্রি কলেজ। কিন্তু এভাবে সরকারের শীর্ষপর্যায়ে ভুক্তভোগী সব কলেজ কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ করা সম্ভব নয় বলে তারা প্রতিকার পাচ্ছে না।

এমনিভাবে জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গবন্ধু কলেজকে' সরকারিকরণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বাদ পড়েছে উপজেলার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান সরিষাবাড়ী ডিগ্রি কলেজ। সরকারিকরণের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জামালপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। সিলেটের বড়লেখায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত 'বড়লেখা ডিগ্রি কলেজ' সরকারি না হয়ে বিএনপির সাবেক মন্ত্রী এবাদুর রহমান চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত 'নারীশিক্ষা একাডেমি' সরকারিকরণ হয়েছে। টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার বড় প্রতিষ্ঠান 'গোপালপুর কলেজকে' বাদ দিয়ে জাতীয়করণ করা হয়েছে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার আসামি কারাবন্দি সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু এবং তার ভাই তাজউদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত 'মেহেরুননেছা মহিলা কলেজ'। হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ের বড় প্রতিষ্ঠান 'শচীন্দ্র কলেজ' সরকারি করার তালিকা থেকে বাদ গেছে। এর পরিবর্তে বানিয়াচংয়ে 'জনাব আলী কলেজকে' সরকারি করা হয়েছে। ওদিকে সিলেটের জৈন্তাপুরের অখ্যাত ইমরান আহমেদ মহিলা কলেজ সরকারি হয়েছে। এই কলেজটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে সবে মাত্র ২০১৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর। বান্দরবানের রুমা সাঙ্গু কলেজ সরকারি হয়েছে। অথচ ২৩ জুন এই কলেজ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠদানের অনুমতি পেয়েছে। এভাবে প্রথম তালিকার বিভিন্ন কলেজ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন দফতরে অভিযোগের পাহাড় জমছে।

দ্বিতীয় তালিকার বিভিন্ন কলেজ সম্পর্কেও একইভাবে অভিযোগ পড়েছে। ঢাকার দোহারের জয়পাড়া ডিগ্রি কলেজ সরকারি করার ব্যাপারে খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এটি বাদ দিয়ে সরকারি করা হয়েছে পদ্মা কলেজ। এই ঘটনার প্রতিবাদে কলেজটির শিক্ষার্থীরা ছাড়াও দোহারের সাধারণ মানুষ মানববন্ধন, সমাবেশ করাসহ নানাভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এদিকে ঢাকার নবাবগঞ্জের মানুষও তাদের প্রিয় ডিএন (দোহার-নবাবগঞ্জ) কলেজ জাতীয়করণ করা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন। যদিও সবদিক বিচার বিশ্লেষণ করলে কোনো তদবির ছাড়াই এ কলেজটি জাতীয়করণ করার কথা, কিন্তু কুচক্রী মহল এরই মধ্যে এলাকায় গুজব ছড়িয়েছে— তারা নাকি রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিল করতে সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী এ কলেজকে বাদ দিয়ে তাদের পছন্দের পকেট কলেজকে জাতীয়করণ করবে। তবে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীও যুগান্তরকে জানিয়েছে, কোনো অজুহাতে ডিএন কলেজকে বাদ দেয়া হলে তারাও কঠোর কর্মসূচি নিয়ে রাজপথে থাকবে।

এছাড়া জানা গেছে, নীলফামারীর ডিমলা ইসলামিয়া ডিগ্রি কলেজ, রংপুরের কাউনিয়া কলেজসহ দেশের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী বিক্ষোভ সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি পালন করেন। এসব কর্মসূচি থেকে তারা এলাকার সবচেয়ে ভালো প্রতিষ্ঠানকে সরকারি করার দাবি জানান।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা ও সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণ করা হবে। সে অনুযায়ী সরকারি কলেজ নেই এমন ৩২১টি উপজেলা বাছাই করে বেসরকারি কলেজের তালিকা করা হয়। এর মধ্য থেকে ২৮ জুন ১৯৯ কলেজের একটি তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যায়। এর মধ্যে ৪৫টি কলেজ প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত। বাকি ১৫৪টি কলেজ মন্ত্রণালয়ের তালিকা থেকে জাতীয়করণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নীতিগত অনুমোদনকৃত। দ্বিতীয় দফায় গত ১৭ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আরেকটি তালিকা যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। তাতে ৬৪টি কলেজ স্থান পায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, সেই হিসাবে এখন আরও ৩৮টি উপজেলা বাকি আছে, যেখানে সরকারি কলেজ নেই। এছাড়া এরই মধ্যে গত জুলাইয়ে প্রথম দফায় ৭৯টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। ৩১৫টি স্কুল জাতীয়করণের কথা আছে।